বিশুদ্ধ খতনামা

অর্থাৎ

মোসলমানি পত্রাদি লিখিবার পাঠ।

ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারক

শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন

প্রণীত।

স্বত্বাধিকারী

মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স

৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড,

কলিকাতা।

সন ১৩১৮ সাল।

বিশুদ্ধ খতনামা।

অর্থাৎ

মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ।

জেলা নদীয়া—পোষ্ট গাঁড়াডোব নিবাসী
ইস্‌লাম ধর্ম্মপ্রচারক
শেখ মোহাম্মদ জমিরুদ্দীন প্রণীত।

১১৭ নং অপার চিৎপুর রোড, গরাণহাটা,
পুস্তকালয় হইতে
মোহাম্মদ সোলেমান এণ্ড ব্রাদার্স
কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

পঞ্চম সংস্করণ।

Printed by Chunilal Bhattacharyya at the Central Printing Works 242, Upper Chitpore Road, Calcutta

সন ১৩১৮ সাল।

মূল্য ৵০ দুই আনা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করান যাইতেছে যে, এই "খতনামা" বহিখানি ডিমাই আট পেজী ও বার পেজী এই দুই প্রকার সাইজে ছাপান গেল। অতএব এই খতনামা বহি যিনি লইবেন তিনি "বিশুদ্ধ খতনামা" কিম্বা "ছোট সাইজের খতনামা" বলিয়া জানাইলে এইরূপ বহি পাইবেন।

প্রথম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

বঙ্গভাষায় মোসলমানী পত্রাদি লিখিবার পাঠ সংক্রান্ত কোন পুস্তক না থাকায়, ঢাকা—ঘোনা নিবাসী আমার প্রিয় দোস্ত জোনাব মুন্সী মনিরুদ্দীন আহাম্মদ ও নদীয়া—দহকুলা নিবাসী মদীয় শ্বশুর জোনাব মুন্শী হাজী মোহাম্মদ মেহেরুল্লা সাহেবদ্বয় আমাকে খতনামা লিখিতে অনুরোধ করেন; আমি উক্ত সাহেবদ্বয়ের অনুরোধের বশবর্ত্তী হইয়া জন সমাজে "খতনামা" প্রচার করিলাম। যদি ইহার দ্বারা বঙ্গীয় মোসলমান সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার হয়, তাহা হইলে পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

গাঁড়াডোব,—নদীয়া। শ্রাবণ, ১৩১০ সাল। | শেখ জমিরুদ্দীন ইস্‌লাম প্রচারক।

পঞ্চম সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

"খতনামার" ভাগ্যে যে পঞ্চম সংস্করণ হইবে ইহা স্বপ্নের অতীত। অতি অল্প সময়ের মধ্যে, সুবিসাল বঙ্গ দেশে ইহা প্রচারিত হইয়াছে, ইহা বড়ই সুখের কথা। যাহা হউক অনেকের অনুরোধে এবার ইহার কোন কোন স্থান পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন করা গেল। সাধারণের উৎসাহ পাইলে ভবিষ্যতে ইহার কলেবর আরও বৃদ্ধি করা যাইবে।

পোঃ গাঁড়াডোব,—নদীয়া।
২৫ শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৮।

শেখ জমিরুদ্দীন।
ইস্লাম প্রচারক।

পত্র লেখকদিগের প্রতি উপদেশ।

১। মোসলমানের নামের পূর্ব্বে শ্রী লিখিতে নাই, উহা ইসলাম শাস্ত্র বিরুদ্ধ।

২। মোসলমানের নামের পূর্ব্বে মোহাম্মদ বা শেষে আহাম্মদ লিখিতে হয়।

৩। কোন বয়ঃজেষ্ঠ বা সম্ভ্রান্ত লোকের নিকটে পত্র লিখিতে হইলে জোনাব বা হজরত কিম্বা "মৌলবী" ও "মুনশী" লিখিতে হয়। আর মোসলমান মহিলার নামের পূর্ব্বে "বিবি" লেখা উচিত। ছেলেদের নামের শেষে "মিঞা" লেখা ভাল।

৪। **নাম রাখিবার নিয়ম**—মোসলমানেরা স্ব স্ব পুত্র কন্যার স্বেচ্ছানুসারে কুৎসিত নাম রাখিয়া থাকেন ইহা শাস্ত্র বিরুদ্ধ। (ক) এমন নাম রাখিবে যাহাতে আল্লা তালার বান্দা বুঝায়, যেমন আবদুল্লা. আবদুল গফুর, আবদুল করিম ইত্যাদি। (খ) প্রথম শ্রেণীর নাম যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে নবীদিগের নামে নাম রাখিবে, যেমন মোহাম্মদ, আহাম্মদ, মুসা, ইসা, ইত্যাদি। (গ) উপরোক্ত দুই প্রকারের নাম যদি পছন্দ না হয়, তাহা হইলে

এমন নাম রাখিবে, যাহাতে ইসলামের গৌরব বুঝায় যেমন মনিরুদ্দীন, সামসুদ্দীন, কমরুদ্দীন ইত্যাদি।

৫। বালিকাদিগের নাম রাখিবার নিয়ম—সালেহা, রোকেয়া, ফাতেমা, আয়েসা, খোদেজা, হাফিজা ইত্যাদি।

৬। চিঠি পত্রে খোদার নাম না লিখাই ভাল, অনেক সময় পত্রাদি না পাক স্থানে পড়ে, তাহাতে খোদার নামের অসম্মান হয়। যদি খোদার নাম লিখিতে একান্ত ইচ্ছা হয়, তাহা হইলে পত্রের উপরে একটী দাঁড়ি বা এক লিখিলে মন্দ হয় না।

[illegible]মা।

দাদা, নানা ও তত্তুল্য লোকের নিকটে পত্র লিখিবার পাঠ ও নমুনা পত্র।

শিরোনামা।

বখেদমতে কেবলায়ে মোয়াজ্জম কাবায়ে মোকাররম,
জোনাব মুনশী আনারুদ্দীন আহমদ সাহেব
পাক জোনাবেষু।
সাং বাহাদুরপুর।
পোঃ গাঁড়াডোব।
জেলা—নদীয়া।

পত্রের ভিতর লিখিবার নমুনা।

মেহেরপুর—নদীয়া।
২২শে আষাঢ়, ১৩১৮।

পাক জোনাবেষু।

আদাব ও তসলিমাত বাদ আরজ—

খোদাতালার ফজলে ও আপনার নেক দোও-

য়াতে আমি ভাল আছি। আপনি কেমন আছেন মেহেরবানী করিয়া লিখিতে মর্জ্জি হয়। আমি দুই এক দিনের মধ্যে কলিকাতায় যাইব ও তথায় উপস্থিত হইয়া আপনাকে লিখিব। মিঞা ভাই সাহেব বরিসালে গিয়াছেন, তাঁহার শরীরের অবস্থা বড় ভাল নহে, জানিনা খোদাতালার মর্জ্জি কি? অধিক আর কি লিখিব, পাক জোনাবে আরজ ইতি।

নিয়াজমন্দ
শেখ মহিউদ্দীন আহাম্মদ।

---

(২)

দাদি ও নানী ইত্যাদির নিকটে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বখেদমতে হজরত মোয়াজ্জমা ও মোকাররমা।
বিবি নূরন্নেসা সাহেবা।
সাং ঘোনা, মুনশী বাড়ী।
পোঃ গড়পাড়া।
ঢাকা।

পত্রের ভিতর।

দহকুলা।
পোঃ ভাদালিয়া—নদীয়া।
৩০ শে আশ্বিন, ১৩১৮।

জোনাবেষু।

তসলিম বাদ আরজ—

খোদার ফজলে ও আপনার দোওয়াতে গত কল্য নিরাপদে বাটিতে আসিয়াছি ও ভাল আছি, পত্রপাঠ মাত্র আপনার কুশলাদি লিখিবেন। জামালুদ্দীন মিয়ার পত্রে অবগত হইলাম যে তিনি গত মাসে বাটী গিয়াছেন। এবার দেশের অবস্থা বড় ভাল নহে, কারণ সময় মত বৃষ্টি না হওয়াতে ধান্য রোপণ হয় নাই। অন্যান্য সমস্ত ভাল, অধিক আর কি লিখিব, আরজ ইতি।

নিয়াজমন্দ
শেখ আজিজুদ্দীন আহাম্মদ।

(৩)

বাপ, চাচা, শ্বশুর, মামু ও খালু ইত্যাদির নিকটে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বখেদমতে কেবলায়ে দোজাহান কাবায়ে বন্দেগান।

জোনাব হাজি মোহাম্মদ মেহেরুল্লা।

কেবলাগাহ্ সাহেব পাক জোনাবেষু।

৮১ নং সিন্দুরিয়াপটি।

কলিকাতা।

পত্রের ভিতর।

পোঃ গাঁড়াডোব,

নদীয়া।

২রা ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।

পাক জোনাবেষু।

আদাব ও তসলিম বাদ আরজ—

খোদার ফজলে ও আপনার নেক দোওয়াতে ভাল আছি, আপনার পত্রপাঠ করিয়া সমস্ত সমাচার

জ্ঞাত হইলাম। আপনার পীড়ার সংবাদ শুনিয়া নিতান্ত চিন্তিত ও দুঃখিত আছি। খোদাতালা সত্বর আপনাকে আরোগ্য করুন। আগামীকল্য মুর্শিদাবাদে যাইব, আপনি কেমন থাকেন তথায় লিখিবেন। বাটির পত্রে অবগত হইলাম সকলে ভাল আছে। অধিক আর কি লিখিব, আরজ ইতি।

আপনার স্নেহের
শেখ জমিরুদ্দীন।

---

(৪)

মা, চাচি, খালা, ফুফু ও শাশুড়ি ইত্যাদির নিকট পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বখেদমতে হজরত মখদুমা মাসুমা।
বিবি সালেহা খাতুন সাহেবা
জোনাবেষু।
মুনশী জমিনদ্দীন আহাম্মদ সাহেবের বাটী।
সাং রহমতপুর।
পোঃ করিমপুর,—নদীয়া।

পত্রের ভিতর।

ঘুঘুডাঙ্গা—দিনাজপুর।

১লা মাঘ, ১৩১৮ সাল।

পাক জোনাবেষু।

আমার হাজার হাজার আদাব জানিবেন। খোদার ফজলে ও আপনার দোওয়াতে ভাল আছি। কিন্তু বহু দিবস অতীত হইল আপনার কোন কুশল সংবাদ পাই নাই তাহাতে যে কত চিন্তিত আছি তাহা খোদাতালাই জানেন; ফেরত ডাকে কুশল সংবাদ লিখিয়া সুখি করিবেন, যেন বিলম্ব ও অন্যথা না হয়। গত কল্য ভয়ানক বৃষ্টি হইয়া গিয়াছে, ইহাতে শস্যের বড়ই ক্ষতি হইবে। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে রেঙ্গুনে যাইবার ইচ্ছা আছে। কলিকাতার পত্রে অবগত হইলাম, তথাকার সকলেই ভাল আছেন। কাজ কর্ম্ম বেশ চলিতেছে, তাহাতে কোন চিন্তা নাই। অধিক কি আর লিখিব, সকলকে শ্রেণীমত দোওয়া সালাম দিবেন, আরজ ইতি।

আপনার স্নেহের

মনিরুদ্দীন আহাম্মদ।

(৫)

বড় ভাই ও বড় নিস্‌পতি ইত্যাদির নিকট পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বেরাদর সাহেব আলি মোনাজেল ফয়েজে আনামেল
জোনাব জান মোহাম্মদ সাহেব
পাক জোনাবেষু।
সাং আরবপুর।
পোঃ জমসেরপুর,—নদীয়া।

পত্রের ভিতর।

।

বরিশাল।
৮ই ভাদ্র, ১১১৮ সাল।

বখেদমতেষু।

আদাব বাদ আরজ—

আপনি এখান হইতে যাওয়ার পর কোন সংবাদ দেন নাই বলিয়া নিতান্ত দুঃখিত আছি। পত্রপাঠ মাত্র আপনার পৌছান সংবাদ লিখিয়া চিন্তা দূর

করিবেন। অদ্য পাঁচ দিবস গত হইল আব্বাজানের জ্বর হইয়াছে, তিনি সর্ব্বদাই আপনার কথা মনে করিয়া থাকেন। আরং সমস্ত মঙ্গল আরজ ইতি।

আপনার স্নেহের

শেখ গিয়াসুদ্দীন আহাম্মদ।

---

(৬)

বড় ভাবি ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

আখেরি সাহেবা আকিফা মাস্তুমা।

বিবি ফাতেমা খাতুন সাহেবা

জোনাবেষু।

সাং আশরাফপুর।

পোঃ ভাতুরিয়া।

(দিনাজপুর)।

পত্রের ভিতর।

যোনা—গড়পাড়া।

১লা আশ্বিন ১৩১৮।

জোনাবেষু।

সালাম বাদ আরজ।

আপনার পত্র পাঠ করিয়া সকল সমাচার অবগত হইলাম। আপনি সত্বর এখানে আসিবেন শুনিয়া যে কত সন্তুষ্ট হইলাম তাহা খোদাতালাই জানেন। খোদার ফজলে ভাল আছি আপনার কুশল লিখিবেন। অধিক আর কি লিখিব সাক্ষাৎ হইলে সমস্ত কহিব ও শুনিব আরজ ইতি।

স্নেহের

আফতাবুদ্দীন আহাম্মদ।

(৭)

ছোট ভাই ছোট নিস্‌পতি (শালা) ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বেরাদর আজিজল কদর।
মোহাম্মদ সেরাজুদ্দিন চৌধুরী।
ভাইজান দোওয়াবরেষু।
সাং মেহেরপুর।
পোঃ জামালপুর—মৈমনসিংহ।

পত্রের ভিতর।

ত্রিপুরা।
৮ই ভাদ্র ১৩১৮।

দোওয়াবরেষু।

আমার বহুত বহুত দোওয়া লইবা।

খোদার ফজলে আমি ভাল আছি, তুমি কেমন আছ পত্র পাঠ মাত্র লিখিয়া সুখী করিবা। সর্ব্বদা

মন দিয়া লেখা পড়া করিবা। তাহাতে যেন অন্যথা না হয়। আমি আগামী কল্য মুর্শিদাবাদে যাইব, তথা হইতে আজিজুদ্দিন মিঞাকে আনিয়া কুষ্টিয়া হাইস্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিব। অন্যান্য সমস্ত মঙ্গল ইতি।

তোমার

এমাজুদ্দীন চৌধুরী।

---

(৮)

ছোট বহিন ও ছোট শালিকে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

ছামশিরা আকিফা মস্তুরা।

বিবি করিমন নেসা সাহেবা।

দোওয়াবরেষু।

সাং মাদারগঞ্জ।

পোঃ বালিজুড়ী—মৈমনসিংহ।

পত্রের ভিতর।

।

বালুরঘাট—দিনাজপুর।
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।

দোওয়াবরেষু।

আমার বহুত বহুত দোওয়া জানিবা।

তোমার পত্র পাইয়া সকল সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমার বাটীর অবস্থা নিতান্ত খারাপ, কারণ প্রায় সকলেরই জ্বর হইয়াছে। ডাক্তার কবিরাজের চিকিৎসায় ফল পাওয়া যাইতেছে না। বড় হাজি সাহেবের পেটে প্লীহা ও লিভারে ভরিয়া গিয়াছে, জীবনের আশা খুব কম। ফয়েজুল্লা মিঞাকে বলিবা যেন মুখ খানি দেখাইয়া যায়। অধিক আর কি লিখিব ইতি।

তোমার
মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

(৯)

পুত্র ও ভাগিনা ইত্যাদিকে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

নুরচশম সাদত মন্দ

মোহাম্মদ জামালুদ্দীন মিঞা

বাপাজান দোওয়াবরেষু।

সাং মুনশীপাড়া।

পোঃ গাঁড়াডোব,—নদীয়া।

পত্রের ভিতর।

ঠাকুরগাঁও—দিনাজপুর।

১০ ভাদ্র, ১৩১৮ সাল।

বাপাজান দোওয়াবরেষু।

আমার বহুত বহুত দোওয়া জানিবে।

খোদাতালার ফজলে আমি ভাল আছি। তুমি কেমন আছ পত্রপাঠ মাত্র লিখিয়া সুখী করিবা।

সদা সর্ব্বদা মন দিয়া লেখা পড়া করিবা; কাহারও সহিত গালাগালি কিম্বা মারামারি করিও না। তোমার আম্মাজান যখন যাহা বলেন তাহা করিবা, সাবধান কথার অবাধ্য হইও না ইতি।

তোমার পিতা
মনিরুদ্দীন আহাম্মদ।

---

(১০)

ওস্তাদ ও পীর এবং তত্তুল্য ব্যক্তিকে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

জোনাব ওস্তাদ সাহেব ফয়েজ রেসান।
পীর সাহেব পাক জোনাবেষু।
সাং পারগড়া।
পোঃ গবিন্দগঞ্জ,—জেলা রংপুর।

পত্রের ভিতর।

।

করিমপুর নদীয়া।

১১ ভাদ্র ১৩১৮।

পাকজোনাবেষু।

আমার হাজার হাজার আদাব জানিবেন।

খোদাতালার ফজলে আমি ভাল আছি, আপনি কেমন আছেন মেহেরবানী করিয়া লিখিবেন। আমি এখন কলিকাতার আলিয়া মাদ্রাসার উলা জমাতে পড়িতেছি, দোওয়া করিবেন যেন পরীক্ষায় পাশ হইতে পারি। আপনার স্কুল কেমন চলিতেছে লিখিবেন। স্কুলের সমস্ত ছাত্রকে শ্রেণীমত দোওয়া সালাম দিবেন। আরজ ইতি—

আপনার দোওয়াকাজ্ক্ষী ছাত্র।

মোহাম্মদ ইব্রাহিম।

ছুটীর জন্য দরখাস্ত।

শিরোনামা।

পরম ভক্তিভাজন।

নবাবস্ হাইস্কুলের হেডমাষ্টার

মহাশয় মান্যবরেষু।

সাং মুর্শিদাবাদ।

পত্রের ভিতর।

মুসলমান বোর্ডিং।

৮ই জুন, ১৯১১ সাল।

ভক্তিভাজনেষু।

বিনীত সেলাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

মহাশয়! বাটীর পত্রে জ্ঞাত হইলাম আমার মাতার জ্বর হইয়াছে এবং ভাই ভগ্নিগুলিও সকলে পীড়িত। আমি অসুস্থ, অনুগ্রহ পূর্ব্বক দশ দিনের বিদায় দিতে আজ্ঞা হয়, সবিনয় নিবেদন ইতি।

একান্ত বশম্বদ

শেখ আজিজুদ্দীন।

(১২)

স্ত্রীর নিকটে পত্র লিখিবার পাঠ।

শিরোনামা।

বেয়াগুনিহি তালা সানহু বানাজাদে বানুয়ে
দামসাদ হামদাম ও হামরাজ ইয়ানে
নছিরুন্নেসা সাল্লাম আল্লাহ তালা।
বিবী নছিরন্নেসা খাতুনে জান্নাত।
শেখ সদরুদ্দীন সাহেবের বাটী।
সাং নাইলকোড়া ভাটারা।
পোঃ তিল্লি,—ঢাকা।

পত্রের ভিতর।

মোকাম দিঘী।
পোঃ গড়পাড়া,—ঢাকা।
২৫ জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৮ সাল।

আচ্ছালাম আলায়কুম রাহমাতুল্লাহে বারকাতোহু।

তোমার পত্র পাইয়া আনন্দ সাগরে ভাসমান হইলাম। আমার প্রতি তোমার যে এত ভালবাসা আছে তাহা পূর্ব্বে জানিতাম না। তোমার পত্র

যত বারই পাঠ করি ততবারই হৃদয়ে আনন্দের উদয় হয়। এই পত্রের উত্তর পত্রে জানাইতে পারিলাম না, খোদা চাহেতো ছুটির সময়ে সাক্ষাৎ করিয়া সমস্ত কহিব ও শুনিব। খোদার ফজলে ভাল আছি, তোমার কুশল চাই ইতি।

তোমারই

মোহাম্মদ মমিনদ্দীন।

---

(১৩)

স্ত্রীর নিকটে দ্বিতীয় পাঠ।

শিরোনামা।

দামদ্‌ সাজ্‌ হামদাম্‌

বিবি আছেয়া খাতুন সাহেবা

দোওয়াবরেষু।

সাং ঘোনা।

পোঃ গড়পাড়া।

ঢাকা।

কাবিন নামা।

জামালুদ্দীন মিঞা।
সাং মুন্সীপাড়া।

লিখিতং মোহাম্মদ জামালুদ্দীন মিঞা, পিতার নাম মনিরুদ্দীন মিঞা সাং মুনশীপাড়া পোঃ মেহের-পুর থানা গাংনী জেলা নদীয়া।

কস্য শুভবিবাহের কাবিননামা পত্রমিদং কার্য্য-নঞ্চাগে আমি স্বেচ্ছানুসারে জেলা মুর্শিদাবাদ পোঃ চুয়া, থানা ডোমকুল আজিমগঞ্জ সাকিম পার-দেয়াড় গ্রাম নিবাসী জোনাব হাজি আছিরুদ্দীন সাহেবের কন্যা বিবি খোদেজা খাতুনকে তথাকার মুনশী মহিউদ্দীন সাহেবের পুত্র মুনশী ফয়েজুদ্দীন সাহেবের ওকালতীতে ও বেতাই নিবাসী মৌলবী লুৎফল হক সাহেবের পুত্র মৌলবী নুরল হক সাহেবের ও শ্যামপুর নিবাসী হাজি আছিমুদ্দীন সাহেবের পুত্র মির মোক্তার আলি সাহেব প্রভৃতি সাক্ষীদিগের সাক্ষাতে মোসলমানি সরার বিধান মতে নিম্নলিখিত স্বর্ত্ত স্বীকার পূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করি-

তেছি যে, পাঁচ শত টাকা মোহরানা দিব। তন্মধ্যে দুই শত টাকার স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলঙ্কার নগদ আদায় দিয়া উক্ত বিবি সাহেবাকে বিবাহ করিলাম।

১ম স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবার বিনা অনুমতিতে অন্য বিবাহ করিব না, যদি অন্য বিবাহ করি তবে বিবি সাহেবার উপরে এক তালাক বর্ত্তিবে।

২য় স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবার অনুমতি ব্যতীত উপপত্নী রাখিব না কিম্বা ব্যভিচার করিব না, যদি করি তবে দুই তালাক বর্ত্তিবে।

৩য় স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবাকে ইসলাম ধর্ম্মের রোজা ও নামাজ ইত্যাদি ধর্ম্মকার্য্য শিক্ষা দিব। পরদার বাহিরে কোন কর্ম্ম করিতে দিব না। বাটীতে পায়খানা ও পানির বন্দোবস্ত করিয়া দিব। অন্যায় তিরস্কার ও গালাগালি কিম্বা প্রহার করিব না। যদি পিত্রালয়ে যাইবার আবশ্যক হয় তবে পাঠাইয়া দিব।

৪র্থ স্বর্ত্ত। বিবি সাহেবার অনুমতি ভিন্ন দূর দেশে যাইব না, যদি যাই তাহা হইলে ছয় মাসের খোরাক পোষাক দিয়া যাইব।

৫ম স্বর্ত্ত। দেন মোহরের যে টাকা বাকি

থাকিল উহা ক্রমশঃ পরিশোধ করিব। যদি আমার দেয় অলঙ্কারাদি কোন কারণে বন্ধক দেই বা খরচ করিয়া ফেলি, তবে পুনরায় নুতন প্রস্তুত করিয়া দিব। যদি দিতে অক্ষম হই তবে আমার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির দ্বারা আদায় করিতে পারিবে, তাহাতে আমি কোন আপত্য করিব না। এই করারে বিবাহের কাবিন নামা পত্র লিখিয়া দিলাম। ইতি সন ১৩১৮ সাল। ২৬ শে জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার।

সাক্ষী।	সাক্ষী।
মোহাম্মদ নুরল হক।	মির মোক্তার আলি।
সাং বেতাই।	সাং শ্যামপুর।

তালাক সম্বন্ধে কয়েকটী কথা।

বিবি ধর্ম্মানুসারে না চলিলে, চরিত্রে সন্দেহ হইলে, কিম্বা সর্ব্বদা কলহ ও মারামারি হইয়া সংসার ছারখারে যাইবার উপক্রম হইলে, পুরুষ বিবিকে তালাক দিতে পারে। একবারে তিন তালাক দেওয়া উচিত নহে। তিন তালাক দিয়া

আর লইতে পারে না। তালাক দেওয়ার পর স্ত্রী যদি অন্য পুরুষকে নেকা করিয়া মরিয়া যায় কিম্বা তালাক দেয়, তাহা হইলে পূর্ব্ব স্বামীর সহিত নেকা হইতে পারে। স্ত্রীর স্বামী মরিয়া গেলে চার মাস দশ দিন পর নেকা করিতে পারে। ইজ্জতের মধ্যে নেকা করা বা নেকার পয়গাম করা হারাম। তালাকে স্ত্রী তিন হায়েজ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিয়া নেকা করিবে। এক সঙ্গে দুই ভগ্নিকে নেকা করা হারাম, যদি কেহ করে তবে সে কাফের।

---

(১৫)

তালাক নামা।

লিখিতং মোহাম্মদ হারান বিশ্বাস, পিতার নাম নেপাল বিশ্বাস সাং তিতুদহ, থানা কালুপোল জেলা মালদহ।

কস্য তালাক নামা পত্র মিদং কার্য্যনঞ্চাগে আমি গত ১২৯১ সালের ৩০ শে চৈত্র তারিখে খোকসা নিবাসী তফিলুদ্দীন মিঞার কন্যা বিবি রোকেয়া খাতুনকে সাদি করিয়া ছিলাম, কিন্তু এক্ষণে তাহার

সহিত সর্ব্বদা কলহ হওয়াতে দেন মোহরের সমস্ত টাকা দিয়া তিন তালাক দিলাম। ইতি সন ১৩১৮ সাল, ৫ই মাঘ।

সাক্ষী।	সাক্ষী।
রহিমুদ্দীন খাঁ।	আতায়ররহমান খাঁ।
সাং কৃষ্ণনগর।	সাং বোয়ালী।

লাইব্রেরীতে পত্র লিখিবার ঠিকানা ও আদর্শ।

কলিকাতা কিম্বা অন্য কোন স্থান হইতে ভিঃ পিঃ ডাকে বা পার্শেল যোগে পুস্তক আনাইতে হইলে নিম্নলিখিত আদর্শের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া পত্র লেখা উচিত। অনেকে খোলাসা ভাবে পত্র লিখিতে না জানায় অনেক সময় নিজেও অপদস্ত হয়েন এবং দোকানদারকেও ক্ষতিগ্রস্ত করাইয়া থাকেন, অতএব সাধারণের হিতার্থে নিম্নে এতদ সম্বন্ধে একটী আদর্শ লিখিয়া দিলাম।

(১৬)

শিরোনামা।

মান্যবর

জোনাব মুনশী মনিরুদ্দীন আহাম্মদ সাহেব

মেহেরবানেষু।

৩৩৭ নং অপার চিৎপুর রোড, (কলিকাতা)।

পত্রের ভিতর।

।

মোকাম কাকডোব।

পোঃ বসন্তনগর,—দিনাজপুর।

১২ই আশ্বিন, সন ১৩১৮।

জনাব !

পত্রে আদাব জানিবেন।

আপনার পুস্তকালয়ের সুখ্যাতি শুনিয়া বিশেষ প্রীতিলাভ করিলাম। অনুগ্রহ পূর্ব্বক নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্র (*) পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। জনাবে আরজ ইতি—

১। কাছাছল আম্বিয়া পাকা জেলেদ বাঁধা।

১। তাজ কেরাতল আওলিয়া হাফ জেলেদ বাঁধা।

২। মোহছেনল এছলাম।

৫। খোসগল্প।

---

* এক সঙ্গে বেশী কেতাব লইতে হইলে বাড়ীর নিকটস্থ রেল কিম্বা জাহাজ যোগে লওয়াই সুবিধা, কারণ ইহাতে প্রতি মণে ২৲ টিঃ লাগিবে আর ডাকযোগে লইলে প্রতি সেরে ।০ হিঃ পড়িবে। যিনি রেল বা জাহাজ যোগে লইতে ইচ্ছুক হইবেন, তিনি এস্থলে ষ্টেশনের নাম লিখিবেন ; আর ডাকযোগে লইতে হইলে "ডাক-যোগে" উল্লেখ করিয়া লিখিবেন, যেমন (ক) নিম্নলিখিত পুস্তক-গুলি শীঘ্র বোয়ালমারী ষ্টেশনযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন। (খ) নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি শীঘ্র ডাকযোগে পাঠাইয়া বাধিত করিবেন।

১০। তুই শত উপদেশ।

২। হিতোপদেশ। (ঈশান চন্দ্রের কৃত)।

২। ঐ গানে। (অতুল চন্দ্রের কৃত)।

২৫। নব ধারাপাত। (আশুতোষদেব কৃত)।

২৫। শিশুশিক্ষা প্রথমভাগ।

১০। ঐ দ্বিতীয় ভাগ।

২। মহাভারত বিলাতি বাইণ্ডিং।

প্রতিখানা ৮৶০ আনার মধ্যে দিবেন।

জাওয়াকল ইমান রহমতে হক এছলামে দিন	এই তিন খানা এক সঙ্গে (+) জেলেদ বাঁধাইয়া দিবেন।

পশ্চিমা ছাপা উর্দ্দু।

মেপ্তাহল জান্নাত হেদাএতল এছলাম রাহেনাজাত	এই তিন থানা বহি একত্র (+) জেলেদ করিয়া দিবেন।

১। কানপুরী ছাপা নকল নিজামি কোরাণ শরিফ।

৪। কলিকাতার ছাপা মানারি কোরাণ শরিফ।

মোট বহি ১০৫ খানা।

বসম্বদ—গণি মহাম্মদ সরকার।

মোঃ কাকডোব, পোষ্ট বসন্তনগর, জেলা দিনাজপুর।

(+) জেলেদ রকম২ হইয়া থাকে। ৮পেজী সাইজের মূল্য— পাকা সোনালি ।৹, পাকা চান্দি ।৶০। হাফ সোনালি ।৵ আনা, হাপ চান্দি ৶০ আনা। চটি জেলেদ ৴০ আনা। যে প্রকার জেলেদ লইবেন তাহা এস্থলে খোলাসা করিয়া লিখিবেন।

রেলের টিকিট কালেক্টার নির্দ্দিষ্ট সময়ে যদি টিকিট না দেন কিম্বা বেশী ভাড়া লন অথবা অকারণে আরোহীদিগের ট্রেণ ফেল করান তাহা হইলে রেলের বড় কর্ত্তা অর্থাৎ ট্র্যাফিক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুরের নিকটে জানাইলে তাহার প্রতিকার হয়।

---

(১৭)

দরখাস্ত।

শিরোনামা।

মাননীয় ই, বি, এস্ রেলওয়ের ট্র্যাফিক
সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বাহাদুর সমিপেষু।
মোকাম—কলিকাতা।

দরখাস্তের ভিতর।

।

চুয়াডাঙ্গা—নদীয়া।
৯ই জুন ১৯১১সাল।

মহিমার্ণবেষু।

বিনীত সেলাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

মহাশয়! আমি কলিকাতায় অতি আবশ্যকীয়

কোন কার্য্যের জন্য যাইতেছিলাম কিন্তু নির্দ্দিষ্ট সময়ে টিকিট না পাওয়ায় আমি ট্রেণ ধরিতে পারি নাই। ইহাতে আমার বিশেষ ক্ষতি হইয়াছে। পরের ট্রেণে টিকিট চাহিলে এক টাকার স্থলে তিনি দেড় টাকা লইয়াছেন হুজুর মালেক বিচার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—

দরখাস্তকারী
মোঃ মোকাররম হোসেন।
সাং সাহার বাটী।

কোন পোষ্টাফিসের পিওন ঠিক বিট অনুসারে চিঠি পত্র না দিয়া বিলম্ব করিলে তাহার বিরুদ্ধে পোষ্টাফিসের ইনুসপেক্টর, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা একেবারে জেনারেল পোষ্টমাষ্টার বাহাদুরকে জানান যাইতে পারে। পোষ্টাফিসের বিরুদ্ধে দরখাস্ত করিতে হইলে দরখাস্তের উপরে টিকিট না দিয়া "পোষ্টাফিসের বিরুদ্ধ" এই কথাটী বাঙ্গালায় ও পত্রের উপরে প্রেরকের নাম ধাম দিলেই হয়।

---

(১৮)

দরখাস্ত।

শিরোনামা।

মহামহিম পোষ্টাফিসের ইনস্‌পেক্টার মহাশয়
সমীপেষু।
মোকাম রংপুর।

দরখাস্তের ভিতর।

নিলফামারি—রংপুর।
৮ই জুন ১৯০৮।

মহিমার্ণবেষু।

বিনীত সেলাম পূর্ব্বক নিবেদন মিদং।

মহাশয়! আমাদের পোষ্টম্যান নির্দ্দিষ্ট তারিখে আমাদের গ্রামে আসিয়া চিঠিপত্র বিলি না করাতে আমরা সময় মত পত্রাদি পাই না,ইহাতে বিষয় কর্ম্মে আমাদের যথেষ্ট ক্ষতি হয়। অনুগ্রহ পূর্ব্বক ইহার প্রতিকার করিতে আজ্ঞা হয়। নিবেদন ইতি—

অনুগ্রহপ্রার্থী
নছিরুদ্দীন মণ্ডল।
সাং পাড়গড়া।

(১৯)

বিবাহের নিমন্ত্রন পত্র।

শিরোনামা।

আরজদস্তে বখেদমত

মোহাম্মদ আব্বাস আলি মিঞা।

সাহেব খেদমতেষু।

সাং শীকারপুর—নদীয়া।

পত্রের ভিতর!

আল্লাহো আক্‌বর।

কুড়িগ্রাম—রংপুর।

২৫ শে শ্রাবণ, ১৩১৯।

বফজলে খোদাওয়ান্দ রব্বিল আলামিন।

তোফেলে জোনাব সৈয়দেল মুরছালিন।

খেদমতেষু।

আছসালাম আলায়কুম বাদ আরজ এই যে, আগামী ৩০ শে শ্রাবণ শুক্রবার তারিখে আমার পুত্র মোহাম্মদ আজিজুদ্দীন মিঞার শুভ বিবাহ গণেষপুর নিবাসী মুনশী সাখাতুল্লা সাহে-বের কনিষ্ঠা কন্যার সহিত সুসম্পন্ন হইবে। মহো-

দয় অনুগ্রহ পূর্ব্বক যথা সময়ে সবান্ধবে মদীয় ভবনে শুভাগম পুরঃসর শুভ কার্য্যে যোগদান ও প্রীতি ভোজন করিয়া বরানুগমন পূর্ব্বক কৃতার্থ করিবেন। নিজে যাইতে না পারায় পত্র দ্বারা নিমন্ত্রন করিলাম ত্রুটী মার্জ্জনা করিবেন। নিবেদন ইতি—

বিনীত নিবেদক।
মোহাম্মদ মোহছেন।

---

(২০)

ধর্ম্মসভার বিজ্ঞাপন।

আগামী ১০ই আষাঢ় রবিবার হুগলি চুঁচুড়াতে একটি বিরাট ধর্ম্ম সভার অধিবেশন হইবেক। জেলা নদীয়া পোষ্ট গাঁড়াভোব নিবাসী সুপ্রসিদ্ধ ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারক প্রসিদ্ধ সুবক্তা বাগ্মীবর মুনশী শেখ জমিরুদ্দীন সাহেব ইসলাম ধর্ম্ম ও সমাজের উন্নতি সম্বন্ধে বাঙ্গালা ভাষায় বক্তৃতা করিবেন। সর্ব্ব সাধারণের উপস্থিতি ও সাহায্য প্রার্থনীয়। নিবেদন ইতি।

চুঁচুড়া—হুগলি।
সন ১৩১৮ সাল, ১লা আষাঢ়।

সমাজ সেবক
শেখ ওসমান গনি।

সমাপ্ত।